তারিখ ... 01 AUG 2016 ...
পৃষ্ঠা ... ১ ... কলাম ... ২ ...

দৈনিক
আমাদের সময়

নর্থ সাউথের ৪ হাজার শিক্ষার্থী অনুপস্থিত

শাহজাহান আকন্দ শুভ ●

গুলশান ও শোলাকিয়ায় জঙ্গি হামলার ঘটনায় বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের সম্পৃক্ততা পাওয়া গেছে। এরপর থেকেই দেশের অধিকাংশ বিশ্ববিদ্যালয় এবং কলেজ কর্তৃপক্ষ তাদের অনিয়মিত ও অনুপস্থিত শিক্ষার্থীদের বিষয়ে খোঁজখবর নেওয়া শুরু করেছে। কোনো শিক্ষার্থী তিনদিন ক্লাসে অনুপস্থিত থাকলে তার অভিভাবকের সঙ্গে যোগাযোগ করে এর কারণ জানার চেষ্টা করছে। এরই মধ্যে গতকাল রোববার নর্থ সাউথ বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ তাদের অনিয়মিত ও অনুপস্থিত শিক্ষার্থীদের একটি তালিকা পুলিশের কাছে হস্তান্তর করেছে। ওই তালিকায় গত দুই বছরে বিশ্ববিদ্যালয়টির অনিয়মিত ও অনুপস্থিত প্রায় ৪ হাজার শিক্ষার্থীর নাম রয়েছে বলে সংশ্লিষ্ট সূত্রে জানা গেছে। পুলিশ আজ থেকে ওই তালিকা নিয়ে কাজ শুরু করবে।

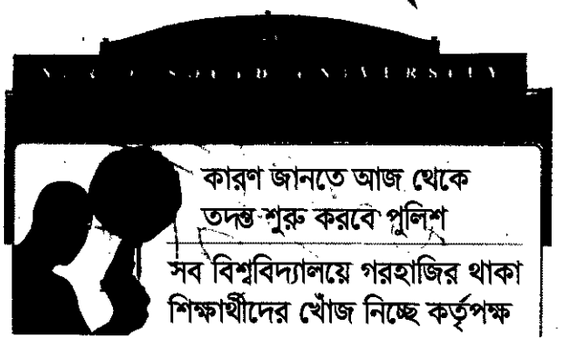

ঢাকা মহানগর পুলিশের (ডিএমপি) কাউন্টার টেররিজম বিভাগের এক কর্মকর্তা বলেন, তালিকাটি নিয়ে তারা নানাভাবে যাচাই-বাছাই করে দেখবেন যাদের নাম এসেছে তারা কেন অনিয়মিত বা অনুপস্থিত। তালিকাভুক্তদের মধ্যে যারা নিজ-নিজ পরিবার থেকে বিচ্ছিন্ন বা নিখোঁজ রয়েছে, তাদের কেউ-কেউ হয়তো জঙ্গিবাদে জড়িয়ে পড়তে পারে। তবে তদন্ত ও অনুসন্ধান ছাড়া এখনই কোনো কিছু বলা যাচ্ছে না।

গত ১ জুলাই রাজধানীর গুলশানে হলি আর্টিজান বেকারিতে হামলায় ৫ জঙ্গি অংশ নেয়। তাদের মধ্যে মীর সাবিহ মুবাশ্বের ও নিবরাস ইসলাম নর্থ সাউথের সাবেক শিক্ষার্থী। এ ছাড়া কিশোরগঞ্জের শোলাকিয়ায় পুলিশের গুলিতে নিহত জঙ্গি আবির রহমানও এরপর পৃষ্ঠা ১১, কলাম ৭

নর্থ সাউথের ৪ হাজার শিক্ষার্থী

(প্রথম পৃষ্ঠার পর) একই বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র ছিল। এই দুই জঙ্গি হামলার ঘটনায় নর্থ সাউথ বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের সম্পৃক্ততার বিষয়টি সামনে চলে আসায় বিশ্ববিদ্যালয়টি আলোচনায় চলে আসে। পুলিশ ও গোয়েন্দারা খোঁজখবর শুরু করে বিশ্ববিদ্যালয়টি থেকে কতজন শিক্ষার্থী নিখোঁজ রয়েছে। ডিএমপির কাউন্টার টেররিজম বিভাগ থেকে চিঠি দেওয়া হয় নর্থ সাউথ বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষকে। এরপর তদন্ত করে গতকাল প্রায় ৪ হাজার শিক্ষার্থীর তালিকা পুলিশের কাছে হস্তান্তর করে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ।

জানা গেছে, বিশ্ববিদ্যালয়টিতে বর্তমানে ২০ হাজার শিক্ষার্থী রয়েছে। তাদের মধ্যে গত দুই বছরে ৪ হাজার শিক্ষার্থী ভর্তি হওয়ার পর কেউ এক সেমিস্টার, কেউ বা দুই সেমিস্টার ক্লাস করে অনুপস্থিত। কেউবা চাকরি নিয়ে আর পড়াশোনা করছে না। আবার অনেকে বিদেশেও চলে গেছে। কেউ-কেউ অন্য বিশ্ববিদ্যালয়ে চলে গেছে। এদিকে সাম্প্রতিক ঘটনাবলির পর নড়েচড়ে বসেছে নর্থ সাউথ কর্তৃপক্ষও। তারা যে কোনো শিক্ষার্থী তিনদিন ক্লাসে অনুপস্থিত থাকলেই পরিবারের সঙ্গে যোগাযোগ করে খোঁজখবর নিচ্ছে।

পুলিশ ও গোয়েন্দারা বলেন, ২০১৩ সালের ১৫ ফেব্রুয়ারি রাজধানীর পল্লবীতে নিজ বাসার সামনে দুর্বৃত্তরা কুপিয়ে হত্যা করে ব্লগার আহমেদ রাজিব হায়দারকে। পরবর্তীকালে ওই হত্যাকাণ্ডে জড়িত অভিযোগে পুলিশ আটজনকে গ্রেপ্তার করে। তাদের মধ্যে নিষিদ্ধ জঙ্গি সংগঠন আনসারুল্লাহ বাংলা টিমের প্রধান মুফতি জসীমউদ্দিন রাহমানী ছাড়া বাকি সাতজনই ছিল নর্থ সাউথ বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র। এ ঘটনার পর জোরেশোরে আলোচনায় আসে বিশ্ববিদ্যালয়টি। এর আগে ২০১২ সালের ১৭ অক্টোবর যুক্তরাষ্ট্রের নিউইয়র্কের ফেডারেল রিজার্ভ ব্যাংকে নাশকতা চেষ্টার অভিযোগে এফবিআই বাংলাদেশি তরুণ কাজী মোহাম্মদ রেজওয়ানুল আহসান নাফিসকে গ্রেপ্তার করে। নাফিসও নর্থ সাউথের সাবেক শিক্ষার্থী। সর্বশেষ রাজধানীর কল্যাণপুরের জঙ্গি আস্তানায় পুলিশের গুলিতে নিহত ৯ জঙ্গির মধ্যে অন্তত ৩ জন এ বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী বলে গণমাধ্যমে খবর এসেছে। এসব ঘটনার পর বিশ্ববিদ্যালয়টির সঙ্গে জঙ্গিবাদের কোনো সম্পর্ক আছে কিনা, তা তদন্ত করে দেখছে বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশন (ইউজিসি)।

বিভিন্ন জঙ্গি হামলায় একাধিক শিক্ষার্থীর সম্পৃক্ততার বিষয়টি সামনে চলে আসায় বর্তমানে অনেকটাই ভাবমূর্তি সংকটে আছে নর্থ সাউথ ইউনিভার্সিটি। এ পরিস্থিতি থেকে উত্তরণে বিশ্ববিদ্যালয়টি বেশকিছু সিদ্ধান্ত নিয়েছে। এর মধ্যে আছে– ক্লাসে নিয়মিত রোলকল করা। শিক্ষার্থী তিনদিনের বেশি অনুপস্থিত থাকলে অভিভাবককে জানানো। কোনো শিক্ষক প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে ছাত্রদের উগ্রবাদে ধাবিত করার চেষ্টা করলে সংশ্লিষ্ট শিক্ষককে বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বের করে দেওয়া। পুলিশি তদন্ত ছাড়া কোনো শিক্ষককে নিয়োগ না দেওয়া।

এ প্রসঙ্গে নর্থ সাউথ বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক আতিকুল ইসলাম বলেন, তিনি ৪ মাস আগে এই বিশ্ববিদ্যালয়ে ভিসি হিসেবে যোগ দিয়েছেন। গুলশান ও শোলাকিয়ার ঘটনায় তার বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের নাম আসায় বিষয়টি তাকে ভাবিয়ে তোলে। তিনি বলেন, কোনো শিক্ষার্থী যেন বিপথগামী না হয় এজন্য বেশকিছু পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে।

অধ্যাপক আতিকুল ইসলাম বলেন, আমরা প্রত্যেক শিক্ষার্থীকে ফলোআপের ওপর রাখছি। কোনো ক্লাসই যেন তারা মিস না করে সেজন্য তাদের কঠোর নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে। এ ছাড়া পরপর তিনটি ক্লাসে কোনো শিক্ষার্থী অনুপস্থিত থাকলেই আমরা তাদের অভিভাবকদের সঙ্গে যোগাযোগ করছি।

তিনি বলেন, শুধু অনুপস্থিত শিক্ষার্থীই নয়, প্রতিটি শিক্ষার্থীর বিষয়ে আলাদাভাবে তাদের বৃত্তান্ত পুলিশের কাছে হস্তান্তর করা হয়েছে। মোট কত শিক্ষার্থী অনুপস্থিতির তালিকায় আছে এমন প্রশ্নে তিনি বলেন, অসুস্থতার কারণে শিক্ষাবর্ষ শেষ না করে লেখাপড়া বন্ধ করাসহ নানা কারণে অনেকে অনুপস্থিত থাকতে পারেন। তাই এই মুহূর্তে সুনির্দিষ্ট করে ঠিক কতজন অনুপস্থিত রয়েছে তা বলা যাচ্ছে না। প্রত্যেক শিক্ষার্থী যেন প্রকৃত শিক্ষা নিয়ে বের হতে পারে সেজন্য শিক্ষকদের পাশাপাশি তাদের অভিভাবকদেরও সতর্ক থাকতে হবে বলে অভিমত ব্যক্ত করেন তিনি।

তিনি বলেন, অনেকেরই ধারণা প্রতিষ্ঠানটি বড়লোকের সন্তানদের। কিন্তু আসলে তা সঠিক নয়। এখানে ৭৫০টি মুক্তিযোদ্ধা কোটা আছে। আমাদের প্রতিবছর স্কলারশিপের বাজেট ১০ কোটি টাকারও বেশি। প্রতিবছর অনেক গরিব মেধাবী শিক্ষার্থীকে এখানে লেখাপড়া বাবদ আর্থিক সুবিধা দেওয়া হয়। তাই ধনী-গরিব সব শ্রেণিরই শিক্ষা প্রতিষ্ঠান নর্থ সাউথ ইউনিভার্সিটি।